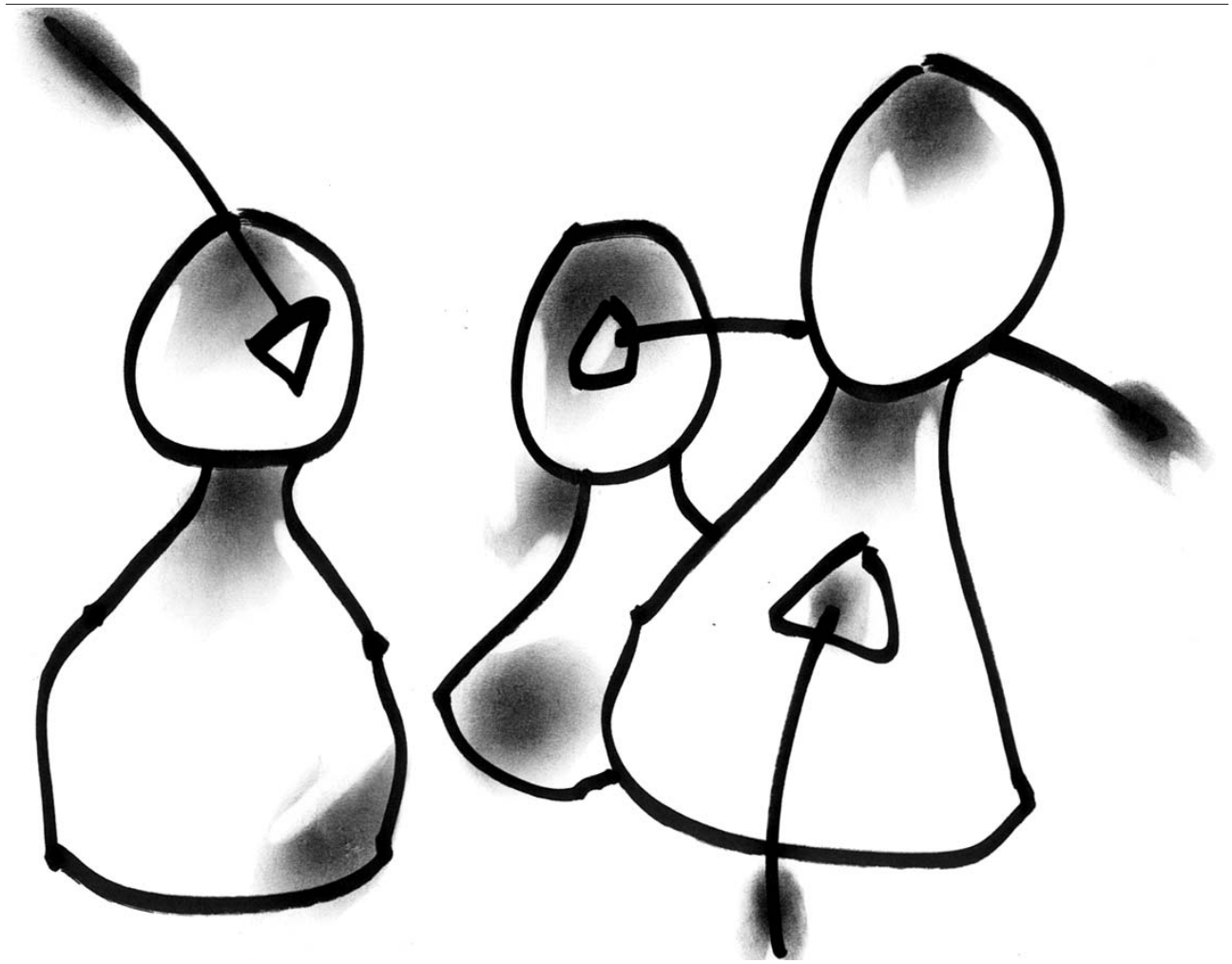

গল্প

সম্পর্ক

টোকন ঠাকুর

নার্ভাস হয়ে পড়া মানুষের মুখ দেখে কি আনন্দ পাওয়া উচিত? ষাট ছুঁই ছুঁই খুরশিদ মাস্টার নার্ভাস হয়ে পড়লেন। মাঘের বিকেলেও তার মুখে চিকচিক করছে ঘাম কিন্তু আমার আনন্দ হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, খুরশিদ মাস্টার বিপুল এক ঘোরে পড়ে গেছেন। কী যেন বলতে চাচ্ছেন, কিন্তু মুখে কিছুই বলছেন না। এ সময় তাকে সহযোগিতা করাই উত্তম। বললাম, 'আপনি কি খুব অবাক হচ্ছেন?'

হ্যাঁ বা না কিছুই উত্তর দিলেন না তিনি। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন।

ফের বললাম, 'আপনার কি বিশ্বাস হচ্ছে না আমি সেই বুড়ির ছেলে?'

মাথা ঝাকালেন খুরশিদ মাস্টার। মাথা ঝাকানোতেও পরিষ্কার হলো না, তিনি কি বলতে চান।

বিস্মিত কিংবা হতবাক, হতবিহ্বল খুরশিদ মাস্টার একটা বড় দীর্ঘশ্বাস চেপে যাবার চেষ্টায় ছোট্ট করে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার মা কেমন আছে?'

'ভালো।'

'তুমি কি করো?'

'আমি একটা বেসরকারি টিভি চ্যানেলের প্রোগ্রাম প্রডিউসার।'

'ঢাকায় থাকো?'

'জি হ্যাঁ।'

'শারমিনও তো ঢাকায় থাকে। ও সোসোলজিতে পড়ছে।'

বললাম, 'শারমিন কে?'

'আমার মেয়ে। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে।'

'আপনি কেমন আছেন?'

আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না খুরশিদ মাস্টার। আবার একটা নিরবতার সূচনা হতে যাচ্ছে বুঝতে পারছি। আসলে খুরশিদ মাস্টার ভেবেই উঠতে পারছেন না যে, তার জীবনে এ রকম কোনো ঘটনার মুখোমুখি পড়তে হবে কখনো। কেনই বা ভাববেন? সচরাচর, এমন তো হয় বলেও শোনা যায় না। খুরশিদ মাস্টার স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করছেন। পারছেন না।

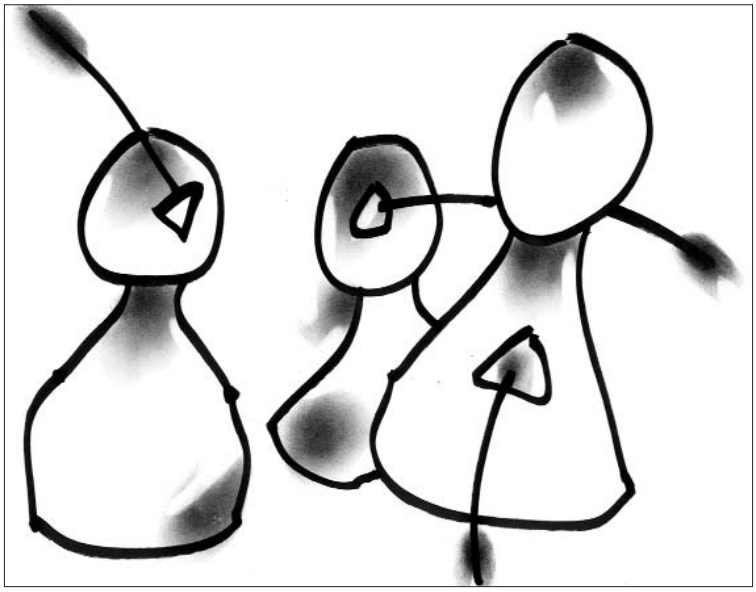

২.

খাবার খেতে খেতে লক্ষ করে দেখি, খুরশিদ মাস্টারের মেয়ে শারমিন খুব কৌতূহলী হয়ে দেখছে আমাকে। বললাম, 'কোন হলে থাকেন?'

'কুয়েত-মৈত্রী হলে।' শারমিনের উত্তর।

'ও ভালো গান করে।' খুরশিদ মাস্টার নিজের মেয়ে প্রসঙ্গ তথ্য দেন।

'কি গান?'

'ভালো না' নিজের প্রশংসা ছেঁটে দিতে চাইল মেয়েটি এবং বলল, 'আসলে খুব একটা চর্চা করা হয়ে ওঠে না।'

'এখন কি ইউনিভার্সিটি ছুটি?'

'হুঁ।'

'আপনার মা কই?'

এই প্রশ্নে শারমিন চুপসে গেল। শারমিনের বাবা খুরশিদ মাস্টার সম্ভবত ভড়কে গেলেও নিজেকে স্বাভাবিক রেখে উত্তর দিলেন, শারমিনের মা তো ওর ছোটবেলায় হঠাৎ মারা গেল। তখন শারমিন মাত্র তিন বছরের।'

এবার নিরবতা নামবেই। নামল নিরবতা। এই নিরবতার মধ্যে বিষণ্নতা আছে, আমাদের তিনজনের জন্যেই মনখারাপ করার মতো উপাদন আছে। খাবার খাওয়া শেষ। একটু পরই সন্ধ্যা নামবে। আমি এখান থেকে চলে যাব। হয়তো প্রথমবারের মতো এসেছি এখানে, হয়তো আর কোনোদিনই আসব না।

এই যে খুরশিদ মাস্টার কিংবা তার মেয়ে শারমিন- এরা আমার কে? কেনই বা এসেছি আমি এই বাড়িতে?

'তোমার বাবা কি রিটায়ার্ড?' খুরশিদ সাহেব নিরবতা ভাঙার জন্য প্রশ্ন করলেন।

'না, আগামী বছর চাকরি শেষ হবে।' উত্তর দিলাম।

'তোমার দুইটা বোন আছে না?'

দেখলাম, খুরশিদ সাহেব আমাদের একটা খোঁজখবর রাখেন বলা যায়। বললাম 'জি, ওরা দুজনেই বিয়ে করেছে। বড় বোনের একটা মেয়েও আছে।'

'তাই নাকি? বাহ্ খুব ভালো, খুব ভালো। তুমি বিয়ে করোনি?'

'না।'

'করোনি কেন? করে ফেলো, করে ফেলো।'

হঠাৎ, অভিভাবকত্বের মধ্যে নিজেকে দাঁড় করিয়ে ফেললেন বোধ হয় খুরশিদ মাস্টার। শারমিন খুব মনোযোগী টোটাল পরিস্থিতিতে।

বললাম, 'আপনি আমাদের বাড়িতে আসবেন। শারমিনকে নিয়েই আসবেন। আসবেন তো?'

ছোট্ট করে হাসলেন খুরশিদ মাস্টার।

'কি, আসবেন না?' আমার আবদার।

'দেখি।'

শারমিনের বাবার এই দেখি' বলার মধ্যেই লুক্কায়িত, তিনি কখনোই আমাদের বাড়িতে আসবেন না। আমি শারমিনকেও বলি, 'আপনি বাবাকে নিয়ে আসবেন আমাদের বাড়িতে।'

' তোমার মা কি যেতে বলেছে?'

খুরশিদ সাহেব হয়তো এই প্রশ্নটা করতে চাননি। হয়তো এই প্রশ্নটা তার মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়েছে।

'আমি উঠছি। আমার ফোন নম্বরটা রাখেন। কখনো মনে করলে যোগাযোগ করলে খুশি হব।'

শারমিন, মারমিনের বাবা খুরশিদ মাস্টার এবং আমি- এই সন্ধ্যায় আমরা পৃথিবীতে তিনজন মানুষ; কিন্তু আমাদের মধ্যে কী সম্পর্ক তা পরিষ্কার হয়ে ওঠে না।

শারমিনদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। এই পরিস্থিতি আমার জন্যও খুব একটা বুঝে উঠবার নয়। মনে মনে প্রশ্ন করি, কেন এসেছি আমি খুরশিদ মাস্টারের সঙ্গে জীবনে প্রথম বারের মতো দেখা করতে? কী হয় এরা আমার? না, কোনো উত্তর পাই না।

সামাজিক সম্পর্কের রীতিনীতি পরাস্ত এই পরিস্থিতিতে।

৩.

সে সময় ছিল খুব অন্য রকম সময়। বাংলাদেশ সদ্য স্বাধীন। টালমাটাল হাওয়া চারদিকে। যুবসমাজের একাংশ চরম ক্ষুব্ধ, চরম হতাশ। আমার তরুণ পিতা জাসদ গণবাহিনীতে সক্রিয়। আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতির ফেরে বাড়িতে থাকেন না। দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস যায়, তার সঙ্গে দেখা হয় না আমার মায়ের কিংবা সেদিনের ছোট্ট শিশু আমারও। আমি ও মা থাকতাম মামাবাড়িতে। আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতির শ্রেণীশত্রু খতম তখন তুঙ্গে। নৈরাজ্যের নানা গলিতে ঢুকে পড়েছে বাংলাদেশ।

সেই পরিস্থিতিতে, আমার মামারা সিদ্ধান্ত নেন যে, তাদের ছোট বোন বুড়িকে বাচ্চাসহ ডিভোর্স করিয়ে অন্য কোনো ভালো পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেবেন। পাত্রও পাওয়া গেল। আমার মা আর আমি তখন যেহেতু মামাবাড়িতেই থাকি, তাই মামাদের সিদ্ধান্তে বাধা দেবার কেউ নেই।

তো ভালো পাত্র, তখনকার এক স্কুল মাস্টার হলেন খুরশিদ মাস্টার। বিয়ের সব আয়োজন প্রায় ঠিকঠাক। এমন সময়, এক রাতে, আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতিতে থাকা আমার বাবা তার বন্ধুদের নিয়ে মোটামুটি অস্ত্রের ভয়ে আমাকে ও আমার মাকে মামাবাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেলেন। আমার মায়ের আর দ্বিতীয় বিয়েটা হলো না। তবে মামাবাড়ির সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক সম্পর্ক ভেঙে গেল।

অনেক বছর পর, আমার মায়ের কাছেই আমি এইসব কথা শুনেছি। আজ খুরশিদ মাস্টারের বাড়িতে গেলাম একান্ত নিজের মধ্যে তৈরি হওয়া কৌতূহলে কিংবা গল্প লিখবার জন্য একটা গল্পের বিষয়ের সন্ধানে।

যদিও, কিছুতেই নির্ণয় করতে পারছি না, এই খুরশিদ মাস্টার কিংবা তার বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া মেয়ে শারমিন এদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ঠিক কি? গল্পের মধ্যেও কি লেখা থাকে এই সম্পর্কের মাত্রা, সম্পর্কের তাপমাত্রা?

অলংকরণ : **ধ্রুব এষ**